আচরণ বিধি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে।

বৌদ্ধসঙ্ঘ

বুদ্ধদেবের সময়কালে সঙ্ঘ তৈরি হয়। বৌদ্ধধর্মের এক অপরিহার্য অঙ্গ হল সঙ্ঘ জীবন। প্রথমদিকে বুদ্ধদেবের

শিষ্যগণ পরিব্রাজকের জীবনযাপন করত। পরে বুদ্ধদেব তাঁদের সঙ্ঘে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন। ধনী ব্যক্তিগণ সঙ্ঘ নির্মাণে সাহায্য করেন। বলা হয় Monastic institutions were the most remarkable contribution of Buddhism to Indian Culture (N.Sastri & G. Srinivasachari, 1970). সময়ের সাথে সাথে সঙ্ঘগুলি বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও দর্শনের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। সঙ্ঘের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম এশিয়া মহাদেশে বিস্তৃত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ধর্মপ্রচার করতেন, ফলে ধর্মের একটা প্রচারমূলক ও জনহিতকর রূপ দেখা দিয়েছিল (আর. থাপার, ১৯৮০)। বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নারীদের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল, সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের জন্য পৃথক মঠ স্থাপন করে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন বুদ্ধদেব। সেখানে সাম্যের নীতি ছিল শক্তিশালী। গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুকদের জীবনযাপনের জন্যে যে নির্দেশাবলী সংকলন করেছিলেন, তার নাম **পাতিমোক্‌খে**। সঙ্ঘে বৌদ্ধভিক্ষুকদের বসবাসের জন্য ঘর, শয্যাগার, স্নানাগার ও প্রার্থনা কক্ষ ছিল। ভিক্ষুকদের বৌদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের নিয়মাবলী মেনে চলতে হত। ভিক্ষুকদের সাথে ভিক্ষুনীরা শিক্ষাদান, আর্তসেবা ও ধর্মপ্রচারে সাহায্য করতেন।

বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল না। হিন্দুধর্ম থেকেই বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। বেদকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলেও বৌদ্ধনীতি বেদের শিক্ষাকে কিছুটা অনুসরণ করেছিল। Buddhism lay more stress upon conduct and character than upon ceremonial worship, upon virtues rather than rituals (R. K. Mookerji, 1956). বৈদিক ধর্ম তপস্যাকে চতুরাশ্রম ধর্মের শেষ পর্যায় বলে নির্দেশ করে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে তপস্যাকে প্রথম পর্যায় থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্ম অবলুপ্ত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল হিন্দু ধর্মের সংশোধন ও 'assimilative character'. এর জন্য বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের সাথে মিলিত হলে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে 'Buddhism only lost its independent entity in the chain of Indian thought but its stamp on the Indian mind could not be eradicated.' বুদ্ধ বৈদিক ধর্মকে 'ritualistic religion' বলে সমালোচনা করেছেন। বৈদিক ধর্ম মানুষের সর্বোচ্চ ভাল সাধন করতে অসফল। বৈদিক ধর্ম সুস্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ও উন্নতি, দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পিতা-মাতা, শিক্ষক প্রমুখের প্রতি শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করে। শাসক ও প্রজার সম্পর্ক, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা বাণিজ্যের নীতি এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়কে ধর্মীয় অনুমোদন দ্বারা কার্যকরী করার কথা বলে। Vedic religion was comprehensive of the interests of the present and future life, not only on the individual plane, but also in its extended scope of socio-political affiliations (S. K. Chatterji, N. Dutt et al, 1937). বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ধর্মের এই দিকগুলি সমালোচনা না করে অনেকটাই এ বিষয়কে অনুমোদন করেছেন।

খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হয়। ক্রমশ ভারতে এর প্রভাব প্রায় বিলুপ্ত হয়। রাজানুগ্রহ ও রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই পৃষ্ঠপোষকতা দুর্বল হলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়। পরবর্তীযুগে মতবাদ ও সাংগঠনিক দিক থেকে বৌদ্ধধর্মের নানারকম পরিবর্তন দেখা দিলে বৌদ্ধগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিতর্কের সমাধানের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণরাজ কণিষ্কের উদ্যোগে কাশ্মীরে আহূত চতুর্থ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান দুই ভাগে বিভক্ত হয়। গোঁড়া বৌদ্ধগণ হীনযান ও উদার মতের সমর্থকগণ মহাযান নামে পরিচিত। হীনযান মতাবলম্বীগণ কঠোর তপস্যা, আত্মসংযম ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে নির্বাণ লাভের কথা বলেছেন। অপরদিকে মহাযানীগণ বুদ্ধের দাক্ষিণ্যলাভের দ্বারা মুক্তিলাভে বিশ্বাসী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরে এই বিভাজন বৌদ্ধধর্মকে দুর্বল করেছিল। গুপ্ত পরবর্তীযুগে বজ্রযান নামে একটি তৃতীয় যানের উদ্ভব হয়। এদের মতানুযায়ী বৌদ্ধসন্ন্যাসী নিরাসক্তি ও মানসিক অনুশীলনের দ্বারা

অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী হতে পারে। বজ্রযানকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মও বলা হয়। মদ্যপান, পশুহত্যা ও নরহত্যাও এই মতবাদে নিষিদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের পালরাজারা এই মতবাদকে গ্রহণ করলে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ঘটে। বৌদ্ধধর্মের অবনতির কারণ হিসেবে হিন্দুধর্মের পুনরুভ্যুত্থানকে দায়ী করা হয়। হিন্দু ধর্ম ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মহাযান মতবাদের উদ্ভব ও গৌতম বুদ্ধের মূর্তি পূজা বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে ব্যবধান অনেকটা দূরীভূত করে। মহাযান মতবাদের ভক্তিবাদ এবং শৈব-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তিবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল না। গৌতম বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশ অবতারের একটি রূপ বলে পরিগণিত করা হয়। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম অনেকাংশে হিন্দুধর্মে আত্মস্থ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণকালে বৌদ্ধমঠগুলি বহুলাংশে বিনষ্ট হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে ভক্তি আন্দোলনের সময় বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সাথে অনেকটা মিশে যায়। পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মের সমালোচনার ফলে ব্রাহ্মণরাও নিজেদের ত্রুটি সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হয় এবং নিজেদের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থান উত্তোলনের প্রয়াস করে। 'Self cultivation'-এর প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে। নৈতিক উন্নতির সচেতনতার দ্বারা নিজেদের অবস্থান পুনরুদ্ধারের ওপর তারা গুরুত্ব দেন। The Brahmanas propounded a code of stringent rules for regulating the conduct of students and sannyasins so that they could win the esteem of the classes and masses by their superior idealism অর্থাৎ কঠিন নিয়ম বিধির দ্বারা তারা ছাত্র ও সন্ন্যাসীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে বিভিন্ন শ্রেণী ও সাধারণের শ্রদ্ধা পুনর্লাভের উদ্দেশ্যে। কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে শুরু হওয়া বৈদিক সংস্কৃতির পুনরুত্থান বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা অনেকটা দুর্বল করেছিল। কিন্তু এটা অত্যুক্তি যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আক্রমণের ফলে ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হয়েছিল। দুই পুর্বোক্ত ধর্ম সংস্কারক অষ্টম ও নবম শতকে তাঁদের ধর্ম মত প্রচার করেন এবং বাংলার পাল রাজা ও মগধের পৃষ্ঠপোষকতায় এর পরেও বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় ছিল।

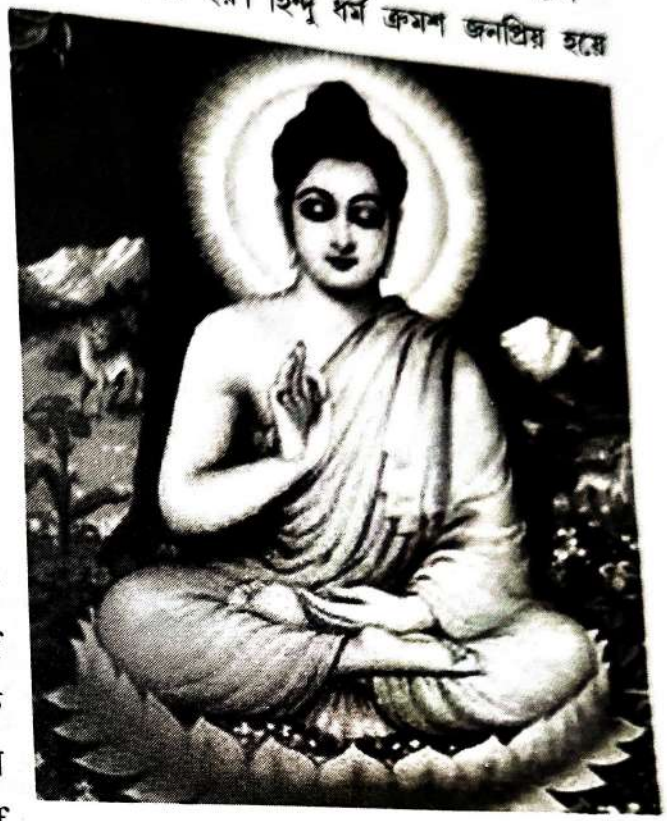

গৌতম বুদ্ধ